পশ্চিমবঙ্গ সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচন ২০২১

বামফ্রন্টের ইশতেহার

নির্বাচনের পটভূমি

● পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেছে। আমরা সকলেই অবহিত যে বিগত এক বছরের অধিক সময়কাল ধরে করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে সমগ্র মানব সভ্যতার সংগ্রাম চলছে। সমস্ত ধরনের সতর্কতা মান্য করেই দৈনন্দিন জীবন, লড়াই-সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী ২৭শে মার্চ থেকে ২৯শে এপ্রিল মোট ৮ দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন রাজ্যের ব্যাপক সংখ্যক রাজ্যবাসীর কাছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম। একই সাথে অপশাসন ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটানোর সংগ্রাম। বিগত প্রায় দশ বছর ধরে এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস দল ও সরকার নজিরবিহীন স্বৈরাচারী সন্ত্রাস কায়েম করেছে। স্বৈরাচারী কায়দায় রাজ্যে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। একদিকে স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট রাজ থাবা গেড়ে রয়েছে, অপরদিকে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব-মহিলাদের ওপর নেমে এসেছে ঘৃণ্য আক্রমণ। সংখ্যালঘু, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী অংশের মানুষও একইভাবে আক্রান্ত। এমন সর্বনাশা তৃণমূলী শাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জনগণকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

● কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আরএসএস-বিজেপি সরকারের কৃষি আইন, প্রচলিত শ্রম আইন সংস্কার সবই কর্পোরেটের স্বার্থে। এই সরকার নয়া উদারনীতি কার্যকর করতে অত্যন্ত তৎপর। শ্রমিক-কৃষকসহ সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। এই সময়কালে ২ লক্ষের ওপর কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। সমগ্র দেশে ভয়াবহ কর্মহীনতা। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা শোচনীয়। দারিদ্র্য বাড়ছে। বড় বড় পুঁজিপতির সম্পদ অকল্পনীয় হারে বাড়ছে। করোনা মহামারীর সময়কালে দেশে প্রায় ১৫ কোটি মানুষের কাজ চলে গেছে। দারিদ্র্য, অভাব, বৈষম্য, বুভুক্ষা সমস্ত কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ এই করোনা সময়কালে দেশের বৃহৎ কর্পোরেট গোষ্ঠীর সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৩ লক্ষ কোটি টাকা।

পেট্রোল-ডিজেলসহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে ঘটছে। বৈষম্য সমগ্র দেশজুড়ে ক্রমবর্ধমান। সরকারী ভরতুকিতে পুষ্ট হচ্ছে কর্পোরেট শক্তি। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে বিলগ্নীকরণ ও বেসরকারিকরণ ঘটাচ্ছে। কর্পোরেটের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি দুর্বল হয়েছে। মার্জার (একীকরণ)-এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কলকাতায় হেড অফিস ছিল এমন দুইটি ব্যাঙ্ক মার্জারের ফলে উঠে গেছে। শ্রমিক-কৃষকসহ সর্ব অংশের মানুষ আক্রান্ত। আক্রান্ত গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার। জাতীয় শিক্ষানীতির নামে শিক্ষার অধিকারের ওপর নেমে এসেছে ভয়ঙ্কর আক্রমণ। বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা ও বিরোধিতাকে দেশদ্রোহিতার সমতুল করে দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধিজীবীসহ বহু মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। ইউএপিএ ও এনআইএসহ দানবীয় সমস্ত আইন ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। কর্পোরেট স্বার্থকেন্দ্রিক ভয়ঙ্কর কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধী আন্দোলন দমন করতে প্রশাসন-পুলিশ ও দুষ্কৃতীদের আক্রমণ চালানো হয়েছে।

● দেশের সংবিধানের মর্মবস্তু আজ আক্রান্ত। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ও বহুত্ববাদের ওপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে বিজেপি সরকার। নাগরিকত্ব নির্ধারণে ধর্মকে মাপকাঠি করা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের অধিকারগুলি ক্রমান্বয়ে খর্বিত। ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরে আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রসারিত। শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাসসহ সর্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি উৎসাহিত হচ্ছে। ভারতের মর্মবস্তুকে পালটে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। দলিত, আদিবাসী ও অন্যান্য পশ্চাদপদ অংশও হেনস্তা ও আক্রমণের মুখে।

● রাজ্যের তৃণমূল সরকারও নিজেদের সুবিধামত সাম্প্রদায়িক কার্ড ব্যবহার করছে। রাজ্যে তৃণমূল ও বিজেপি'র বোঝাপড়ার রাজনীতি চলছে। বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এরা দ্বিদলীয় রাজনীতিকে এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে।

● পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি বড়ই সঙ্গীন। আয়ের তুলনায় ব্যয় লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশাল পরিমাণ ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছে রাজ্য। কৃষিতে গুরুতর সঙ্কট। ২০১৪ ও ২০১৭ সালে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার কৃষকসহ সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী আইন রাজ্যে চালু করেছে। কৃষকের আত্মহত্যা এই রাজ্যেও ঘটেছে। নতুন শিল্প ও শিল্প বিনিয়োগ রাজ্যে বৃদ্ধি পায়নি বলা চলে। কর্মসংস্থানের অবস্থা বড়ই করুণ। সরকারি চাকরির পরীক্ষাতেও দুর্নীতি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যর বেহাল চিত্র। শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য। স্কুলছুট বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশাসনের স্থবিরতা বিস্ময়কর। মস্তানি-তোলাবাজি ও বেপরোয়া দুর্নীতি বর্তমান রাজ্য সরকারের ভূষণ। আইন-শৃঙ্খলার চিত্র মোটেই ভাল না। নারী নিরাপত্তা ভয়ঙ্করভাবে বিপর্যস্ত। গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামের উপর পুলিশের বর্বর আক্রমণ ঘটে চলেছে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর পুলিশের নির্মম আক্রমণের পরিণতিতে মইদুল ইসলাম মিদ্যাকে শহীদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

● এহেন পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয় ঘটানোর সাথে সাথে বিজেপি'কে রুখে দিতে হবে। বাম, গণতান্ত্রিক

ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির বিকল্পকে জয়ী করতে হবে। বাম ও সহযোগী, কংগ্রেস ও ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংযুক্ত মোর্চাকে জয়যুক্ত করুন। পশ্চিমবঙ্গ ও সমগ্র দেশের স্বার্থে এই ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসুন।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার

● গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আমাদের লক্ষ্য। সকলের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকবে। বহুদলীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্য মেনেই পুলিশ ও প্রশাসনকে কাজ করতে হবে। রাজনৈতিক কারণে আটক সমস্ত বন্দীদেরই মুক্ত করা হবে। সমস্ত রাজনৈতিক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হবে। কর্মস্থল বা বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ হওয়া সবাইকে ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে। রাজ্যে সমস্ত স্তরের নির্বাচন হবে সুষ্ঠু ও অবাধ। বিরোধী রাজনৈতিক দলের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষতা নিয়েই কাজ করতে হবে। সমাজবিরোধীদের কঠোর হাতে দমন করে ভয়মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুরক্ষিত করা হবে। মহিলা কমিশন, লোকায়ুক্ত, রাজ্য নির্বাচন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন এবং প্রেস কাউন্সিল, তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত কমিশন পূর্ণ মর্যাদায় স্বাধিকারসহ সব জেলায় মানবাধিকার কমিশনের দপ্তর চালু হবে। সব জেলায় লোকপালের দপ্তর চালু হবে। তাদের কর্তব্য পালন করবে। পূর্বে প্রবর্তিত যেসব আইনকে বিজেপি সরকার দমনমূলক লক্ষ্যে ব্যবহার করছে, সেইসব আইনগুলি এরাজ্যে প্রয়োগ করা হবে না। রাজ্য সরকারের সমালোচনা করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। লাভ জিহাদ, গোহত্যা নিষিদ্ধের মতো সুপরিকল্পিত বিভেদমূলক আইন পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর হবে না।

ধর্মনিরপেক্ষতা

● রাজ্য সরকার কঠোরভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করবে। সকল ধর্মপালনের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হবে। সরকার কোনো ধর্মের পক্ষ অবলম্বন করবে না বা ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করবে না। সমস্ত ধর্ম সম্পর্কেই নিরপেক্ষ অবস্থান নেওয়া হবে। সমস্ত ধরনের সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেওয়া হবে। ভাষাগত সংখ্যালঘু, মুসলিমসহ সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে। রাজ্যের সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

শিল্প

● সরকারের মূল লক্ষ্য হলো কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি। শিল্প, কৃষি, সমবায়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে। কর্মসংস্থানের মূল লক্ষ্যে ছোট ও মাঝারি শিল্পের ওপর গুরুত্ব বজায় থাকবে। সামবায়িক উদ্যোগ ও পঞ্চায়েত-পুরসভার উদ্যোগেও শিল্প-উদ্যোগ গড়ে তোলার চেষ্টা হবে। সর্বাঙ্গীণ ও বহুমুখী নীতির ভিত্তিতে বৃহৎ শিল্প গড়ার জন্যও নির্দিষ্ট ও কার্যকরী নীতি রূপায়ণ করা হবে। এক্ষেত্রে বিগত

বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্যের অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় রাখা হবে। জ্ঞানভিত্তিক শিল্প হিসাবে তথ্য ও জৈব প্রযুক্তি এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের সমস্ত সম্ভাবনাগুলির সদ্ব্যবহার করতে হবে। ফুল, ফল, সবজি, মাছ, দুগ্ধজাত দ্রব্যের সাথে অন্যান্য কৃষিপণ্যের অপচয় বন্ধ করে এগুলির সুষ্ঠু প্রক্রিয়াকরণে, সংরক্ষণে ও বাজারজাত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে। আধুনিক পরিবহন ও বাজার ব্যবস্থার উন্নতি করা হবে। কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প ছাড়া ও ইস্পাত, ইলেকট্রনিক, অটোমোবাইল, পেট্রোকেম, বিদ্যুৎ, সিমেন্ট, চামড়া, বস্ত্রশিল্প স্থাপনের চেষ্টা থাকবে। শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। নির্দিষ্ট এলাকায় সহমত তৈরি করে, পরিবেশগত প্রভাবের কথা বিচার করে জমি অধিগ্রহণ করা হবে। অধিগৃহীত জমির জন্য পরিবারগুলিকে লাভজনক মূল্য দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের অন্তত একজনকে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করতে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

শ্রম

● শ্রম দপ্তরের কাজে আরো গতি আনা হবে। সমস্ত ধরনের বিরোধগুলির ক্ষেত্রে কার্যকর হস্তক্ষেপ করা হবে। অসংগঠিত শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রকল্পগুলির যথাযথ রূপায়ণ ও সম্প্রসারণে সচেষ্ট হতে হবে। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি মাসিক একুশ হাজার টাকা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের মাসে ২৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে ও তাদের সস্তায় রেশন সরবরাহ করা হবে। বন্ধ চটকল, চা বাগান ও অন্যান্য বন্ধ শিল্প খোলাসহ শ্রমিকদের সমস্যাগুলি সমাধানে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। গণপরিবহন শ্রমিকদের মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষার নিশ্চয়তায় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হবে। শ্রমজীবী মানুষের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সুরক্ষিত করা হবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পৃথক মন্ত্রক চালু হবে। সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিককে নথিভুক্ত করে অন্য রাজ্যে কর্মরত অবস্থায় তাদের পাশে থাকবে রাজ্য সরকার।

কৃষি

● কৃষি আইনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি ও কৃষকদের সর্বনাশ করে কর্পোরেটদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করেছে। কেন্দ্রের মত রাজ্যের সরকারও এপিএসসি অ্যাক্টে আগেই কৃষি বেসরকারি কর্পোরেটের হাতে তুলে দিতে আইন সংশোধন করেছিল। এই রাজ্যে যারা ভূমিসংস্কারে জমি পেয়েছিলেন তাদের অনেকে উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছেন। তাদের জমির অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। চাষকে লাভজনক করতে হবে। কৃষিতে বৈচিত্র্য আনার জন্য সরকারী উদ্যোগ নেওয়া হবে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করতে হবে। আলুর মতো ফসলকে এমএসপি'র আওতায় আনা হবে। মিনিকিট, সার, সেচের জল এগুলোর ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। ভূমিসংস্কারের অসম্পূর্ণ কাজ (এক ব্যক্তি, এক খতিয়ান, ভূমি আইনের শিথিলতা ও আইনি জটিলতা কাটিয়ে ভূমি বন্টন এবং বর্গা

রেকর্ড)-এর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে ‘শ্রী’ পদ্ধতিতে চাষে উৎসাহিত করা হবে।

● সেচের এলাকা আরো বাড়াতে হবে। বন্যা প্রতিরোধ ও অসমাপ্ত সেচ প্রকল্পগুলি কার্যকর করতে উদ্যোগ নেওয়া হবে। কৃষিক্ষেত্রে সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অপরিকল্পিত ও অবৈজ্ঞানিকভাবে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার রোধে আইনকে দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করা হবে। ভূপৃষ্ঠের জলসংরক্ষণ ও ব্যবহারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। ফসল উৎপাদনের বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করা হবে। পাট ও আলুবীজে স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে। উৎপাদিত ফসলের লাভজনক মূল্যের ব্যবস্থা করা হবে। নিবিড় চাষ ও উৎপাদন পদ্ধতির উৎকর্ষসাধন কমদামে কৃষিতে প্রয়োজনীয় জোগানের পাশাপাশি কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা হবে। উদ্যান চাষ (সবজি, ফল ও ফুল) উৎসাহিত করার সাথে বাজার সংক্রান্ত আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হবে। জৈব সারের প্রয়োগকে উৎসাহিত করা হবে। সমবায় প্রথার মাধ্যমে বীজ, সার, সেচ ও ফসল বাজারজাত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই লক্ষ্যে ভেঙে দেওয়া সমবায়গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। পশুপালন ও অন্যান্য সহায়ক কাজকর্মে জোর দেওয়া হবে। পশুপালনে উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিলা ও কর্মক্ষম ব্যক্তিদের প্রশিক্ষিত করা হবে। আদিবাসী এলাকায় সমবায় ‘ল্যাম্প’গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে বনজ সম্পদ সংগ্রহে জোর দেওয়া হবে। আদিবাসীদের অরণ্যের জমি প্রদানের কর্মসূচি সম্পূর্ণ করতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। অরণ্য রক্ষায় বন রক্ষা কমিটিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

● প্রাণীজগতের জীববৈচিত্র্য বজায় রাখার সাথে সাথে শংকরায়নে উৎসাহিত করে মাংস, ডিম ও দুধের চাহিদা মেটানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রাণীসম্পদ রক্ষায় চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

● মাছ চাষে রাজ্যের পূর্ব সাফল্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সরকারি জলাশয়, খাল-বিল ও নদীতে মৎস্য সমবায়গুলিকে স্বল্পমূল্যে পুনরায় চুক্তি সাপেক্ষে লীজ দেওয়া হবে। উপকূল মৎস্য চাষের জন্য ভরতুকির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। খাস, আংশিক খাস ও সরকারি অর্থে সংস্কার করা ব্যক্তি মালিকানার সমবায়গুলিতে সমবায় গঠন করে চাষে উৎসাহিত করা হবে। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে গুচ্ছচাষ ও সামবায়িক চাষে উৎসাহিত করা হবে। এতে মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া জোরদার হবে। খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য ধানিজমি সাধারণভাবে অন্য কাজে ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা হবে।

কর্মসংস্থান

● এরাজ্যে বিপুল পরিমাণ তরুণ-তরুণীর কাজ নেই। শিল্প, কৃষিসহ পরিষেবা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারের কার্যধারার মূল লক্ষ্য হবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সমস্ত সরকারী শূন্যপদ পূরণ করা হবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নিয়মিত হবে। মেধা তালিকা টাঙিয়ে দেওয়াসহ স্বচ্ছ পদ্ধতি গ্যারান্টি করা হবে। সরকারি ক্ষেত্রের সাথে সাথে বেসরকারি ক্ষেত্রেও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে নিয়োগের ওপর জোর দেওয়া হবে।

কর্মসংস্থানের নতুন নতুন ক্ষেত্র গড়ে তোলার চেষ্টা চলবে। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পকে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলেও প্রসারিত করা হবে। ১০০ দিনের পরিবর্তে ১৫০ দিনের কাজ ও মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে। স্বনিযুক্তি প্রকল্প সরকারী বিনিয়োগ ও উদ্যোগ বৃদ্ধি করা হবে। ছোট ব্যবসায়ীদের জিএসটি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকারের বিশেষ সেল তৈরি করা হবে। সরকারী ব্যবস্থাপনায় ঋণের ব্যবস্থা করে, উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত কাজের ভিত্তিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পরিণত করা হবে। কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্রর সম্ভাবনাকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করার লক্ষ্যে দু'চাকার অ্যাপ ক্যাব ও ডেলিভারির জন্য কমার্শিয়াল লাইসেন্স দেওয়া হবে।

শিক্ষা

রাজ্য বাজেটের অন্তত ২০ শতাংশ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হবে। মাধ্যমিক সমতুল বোর্ড উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের পারিবারিক আয়ের মাপকাঠিতে এককালীন অর্থ সাহায্য করা হবে, যাতে তারা পরবর্তী পর্যায়ের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে। বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ফি নিয়ন্ত্রণে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। শিক্ষায় মস্তানরাজের অবসান ঘটানো হবে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। সিনেট, সিন্ডিকেটসহ গর্ভনিংবডিগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার সুরক্ষিত করা হবে। নিয়োগের নীতি হবে স্বচ্ছ। শিক্ষায় বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ বন্ধ করা হবে। সেই জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি '২০, এরাজ্যে কার্যকর করা হবে না। বিদ্যালয় ছুট হ্রাস করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। উচ্চশিক্ষায় উৎকর্ষ ক্রমান্বয়ে উন্নীত করা হবে। ভর্তির পদ্ধতি হবে স্বচ্ছ। বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা হবে। উন্নতমানের শিক্ষার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সর্বস্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যেসব শূন্যপদ আছে তা পূরণ করার ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। যারা দীর্ঘদিন নিয়োগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও কাজ পাচ্ছেন না তাদের নিয়মানুযায়ী নিয়োগ করাতে দেরি করা যাবে না। সংবিধান অনুযায়ী এসব পদে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী শিক্ষকদের নিয়োগ স্থগিত রাখা যাবে না। মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্যকে রক্ষা করে আরও সুসংহত, উন্নত আধুনিক ও প্রসারিত করা হবে। অনুমোদিত মাদ্রাসাগুলিকে সরকারি অনুদান দেওয়া হবে। শিশু শিক্ষাকেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি সম্পর্কে ও পার্শ্বশিক্ষকদের সম্পর্কে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কারিগরি ও কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষার পরিকাঠামোকে আরও বিস্তৃত করা হবে। প্রত্যেক ব্লকে আইটিআই, সমস্ত জেলায় নার্সিং স্কুল গড়ে তোলা হবে। উপযোগী মানব সম্পদ সৃষ্টির জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষাক্রম চালু করা হবে। ছাত্র সংসদগুলির নির্বাচন নিয়মিতভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত করতে উৎসাহিত করতে হবে।

স্বাস্থ্য

● জনস্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের। বিনামূল্যে সরকারী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। স্বাস্থ্যসাথীর কোনো ধাঁধা নয়, প্রতিষেধমূলক ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হবে। শিশু মৃত্যু ও মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার হ্রাস করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। জনস্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রাথমিক থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে ত্রুটিমুক্ত করা হবে। স্বাস্থ্যের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে। ওষুধের দাম যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস গ্রহণ করা হবে। সরকারি চিকিৎসকদের চাকরি স্থলে হয়রানি বন্ধ করা হবে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকবে। মহামারী ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। মানসিক স্বাস্থ্যকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। কোভিড পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাজ্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর গুরুতর দুর্বলতা উদঘাটিত। স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক ও নার্সদের নিরাপত্তাহীনতা প্রমাণিত। এই পরিস্থিতির নিরসনের ওপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া হবে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের ভূমিকাকে উৎসাহিত করা হবে। সমস্ত ধরনের স্বাস্থ্য কর্মীদের যথাযথ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

গ্রন্থাগার

● রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিকে পুনরায় সচল করা হবে। ছাত্র-ছাত্রীসহ জনসাধারণের চাহিদা মেটানোর দিকে লক্ষ্য রেখে উন্মুক্ত পরিকাঠামোসহ গ্রন্থাগারগুলিকে উন্নত করা হবে। সরকারি গ্রন্থাগারগুলিতে যেসব শূন্যপদ আছে তা অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে পূরণ করা হবে।

সমবায়

● সমবায় ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে। কৃষি, শিল্পসহ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করা হবে। সহজ কিস্তিতে ঋণের ব্যবস্থা (গৃহঋণসহ) ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমবায়ের সাহায্য নেওয়া হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সমবায় ব্যবস্থাকে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

পঞ্চায়েত

● ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। পঞ্চায়েতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। পঞ্চায়েতের কার্যধারায় গ্রামীণ জনগণ বিশেষত গরিবদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা হবে। গ্রাম সংসদকে নিয়মিত করা হবে, সমস্ত গ্রামবাসীর কাছে পঞ্চায়েতের কাজ ও ব্যয়ের হিসেব পৌঁছে দেওয়া বাধ্যতামূলক হবে। গ্রামসভার পুনরুজ্জীবনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে পঞ্চায়েতকেই গ্রামের সরকারে পরিণত করতে হবে। পঞ্চায়েত হবে সকল

গ্রামবাসীর, কোনো রাজনৈতিক দলের একক আধিপত্যের নয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষি, সড়ক যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থানসহ প্রতিটি উন্নয়নের ক্ষেত্রেই পঞ্চায়েতের উদ্যোগ বৃদ্ধি করা হবে। স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি নির্মূল করতেই হবে। রাজনৈতিক কারণে বঞ্চনা ও অসহযোগিতা করা হবে না। সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়নে নজর দিতে হবে।

সংখ্যালঘু উন্নয়ন

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর যথোচিত বিস্তার ঘটাতে হবে। এই অংশের মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে। এই অংশের মানুষের অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাবে। সংখ্যালঘু অন্যান্য সম্প্রদায়েরও নিরাপত্তা, অধিকার ও উন্নয়নের প্রশ্নটির প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

পশ্চাদপদ অংশ

● তফসিলি জাতি, আদিবাসী ও ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বিশেষ সাংবিধানিক অধিকারগুলি রক্ষা করা হবে। সংরক্ষণ নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর যথোচিত বিস্তার ঘটাতে হবে। এই অংশের মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে। আদিবাসী ও তফসিলী ছাত্র-ছাত্রীদের বুক গ্রান্ট ও ভরণপোষণ ভাতা নিয়মিত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের হস্টেলের সুযোগকে প্রসারিত করা হবে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠা করা হবে। তাদের অক্ষমতা পরিমাপ করা ও শংসাপত্র দেওয়ার জন্য শিবির সংগঠিত করা হবে। এঁদের ভাতার পরিমাণ ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। অক্ষম শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

মহিলা-শিশু-প্রবীণ

● বয়স নির্বিশেষে নারীসমাজের নিরাপত্তা রক্ষায় উদ্যোগ নেওয়া হবে। নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। কাজ, মজুরিসহ বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের অবসানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মহিলা ও শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে আইসিডিএস (ICDS)-এর কর্মসূচীর মান আরো উন্নত করা হবে। শিশু বিকাশ ও শিশুদের অধিকারের বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া হবে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আরো জীবন্ত ও কর্মমুখর করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। কর্মরত মহিলাদের জন্য হস্টেলের সংখ্যা বাড়াতে হবে। মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য। শিশু ও নারী পাচারকারীদের কঠোর হাতে দমন করতে সরকার সচেষ্ট হবে। পারিবারিক ও সামাজিক অত্যাচারের শিকার নিরাশ্রয় মহিলাদের সুরক্ষার প্রতি নজর দেওয়া হবে। গার্হস্থ্য হিংসা বন্ধের ব্যবস্থা করতে

সরকার উদ্যোগ নেবে। অসহায় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে। বার্ধক্য ভাতার পরিমাণ ও সহায়তা প্রাপকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হবে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন

পাহাড়সহ উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পাবে। শিল্প গড়ে জেলা, পরিকাঠামো উন্নয়নের সাথে সাথে সমগ্র অর্থনৈতিক বিকাশের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত জাতির বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি সুরক্ষিত করে তার বিকাশ ঘটানোর সাথে সাথে তাদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পাবে।

বিচার ব্যবস্থা

● দরিদ্র মানুষের সুবিচারকে নিশ্চিত করতে 'লিগাল এইড'কে আরও শক্তিশালী করতে হবে। বিচারালয়, বিশেষত নিম্ন আদালতে মাতৃভাষার ব্যবহারে সরকার সচেষ্ট থাকবে।

নগরায়ণ

● নগরায়ণের পরিকল্পিত উদ্যোগের ওপর জোর দেওয়া হবে। পুরসভাগুলির আর্থিক সামর্থ ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়াস নেওয়া হবে। গরিব, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের আবাসনের জন্য সরকারি উদ্যোগ বাড়ানো হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সড়ক ও সেতু নির্মাণের প্রস্তাবিত কর্মসূচিগুলিকে দ্রুত রূপায়ণের ওপর জোর দেওয়ার সাথে সাথে আরো নতুন পরিকল্পনা ও রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। সরকারি পরিবহন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতি ঘটাতে হবে। গণপরিবহনের ভাড়া স্থির করার জন্য স্থায়ী কমিশন গঠন করা হবে।

বস্তি উন্নয়ন

● দেশ ও রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে যেমন গরিবি বৃদ্ধি পাচ্ছে, বস্তির সংখ্যাও বাড়ছে। শহরাঞ্চলে বস্তিগুলির বাসিন্দাদের বসবাসের বিকল্প ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করা হবে না। কুড়ি (২০) বছর ধরে বসবাসকারী বস্তির মানুষদের বসবাসের অধিকারকে নিশ্চয়তা দিতে এক টাকার বিনিময়ে ৯৯ বছরের লিজ দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের জমিতে অনুমোদন আদায় করে আইনী লিজ দেওয়া হবে। বস্তি এলাকায় পরিষেবার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সমস্ত বস্তি এলাকায় স্বাস্থ্য, শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করতে সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সাথে যৌথ উদ্যোগ নেওয়া হবে।

খাদ্য

● খাদ্য সুরক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। রেশন ব্যবস্থাকে সর্বজনীন করার প্রয়াস নেওয়া হবে। গরিবদের জন্য ২ টাকা কেজি দরে চাল বা গম প্রতি মাসে ৩৫ কেজি করে প্রতিটি পরিবারকে সরবরাহ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ডাল, চিনি, ভোজ্য তেল, কেরোসিন তেলের মতন প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজার থেকে কম দামে নিয়মিত সরবরাহ করা হবে। অনাহারে মৃত্যু বন্ধ করা হবে। বিশুদ্ধ পানীয় জল সকলের কাছে পৌঁছুতে হবে।

সংস্কৃতি

● অপসংস্কৃতি রোধে সুসমন্বিত সংস্কৃতি নীতি ঘোষণা করা হবে। সংস্কৃতি জগৎকে সরকারের অধীনতা থেকে মুক্ত করা হবে। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, নাটক, চলচ্চিত্র, লোকসাহিত্য প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে বহুত্ববাদকে উৎসাহিত করা হবে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উদ্ভাবনা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা হবে। সরকার মূলত সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো, মঞ্চ নির্মাণ, মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদি সংগঠিত করার ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করবে। লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। দুঃস্থ লোকশিল্পীদের পাশে থাকবে সরকার।

ক্রীড়া

● ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে। রাজ্য, জেলা, মহকুমা, ব্লক ও পৌর এলাকায় ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার ওপর সরকার দৃষ্টি দেবে। বিদ্যালয়, ক্লাব ও অন্যান্য সংস্থাগুলিকে যুক্ত করে সঠিক ক্রীড়ানীতির ভিত্তিতে সরকার অগ্রসর হবে।

পরিবেশ

● পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। জলাশয় ও জলাভূমি রক্ষায় সতর্ক হতে হবে। অরণ্যভূমি রক্ষার সাথে সাথে তার বিস্তারেও নজর দিতে হবে। ইকোলজি অর্থাৎ জীব-জন্তু, পাখি-পতঙ্গ রক্ষায় পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ করতে হবে। কলকারখানা, স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির থেকে নিষ্কাশিত বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যানবাহন জনিত দূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ গৃহীত হবে। পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর প্লাস্টিকের ব্যাগের ব্যবহার হ্রাসে জনচেতনা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। শহরাঞ্চলে বহুতলের ক্ষেত্রে সৌর শক্তির ব্যবহার ও বৃষ্টির জল সংরক্ষণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। সামাজিক বনসৃজনকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে। জল ও বায়ু দূষণ, শব্দ ও দৃশ্য দূষণের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নগর এলাকার দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে জনসাধারণকে যুক্ত করা হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● বিজ্ঞান চর্চা প্রসারে গুরুত্ব আরোপ করা হবে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণার ক্ষেত্রে গতি সঞ্চারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। গ্রামাঞ্চলে কৃষি ও সেচের উন্নয়ন এবং বন্যা প্রতিরোধ ও নদী ভাঙন রোধে স্বনির্ভর প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলা হবে।

বিদ্যুৎ

● বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তাপ বিদ্যুতের সাথে সাথে সৌর বিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ, বায়ুর সাহায্যে উৎপাদিত বিদ্যুৎসহ বিভিন্ন অপ্রচলিত বিদ্যুতের উৎপাদন ত্বরান্বিত করা হবে। বিদ্যুৎ পরিষেবার বিস্তার বিশেষত গ্রাম, দুর্গম ও

পশ্চাদপদ এলাকায় ঘটাতে হবে। গরিব অংশের মানুষের জন্য বিদ্যুতের দামে প্রয়োজনীয় ভরতুকির ব্যবস্থা করা হবে। ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে। গ্রামাঞ্চলে কৃষি কাজের জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল বন্ধ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

পর্যটন

● রাজ্যের পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য একটি সুসমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষদের কথা বিবেচনায় রেখে পর্যটনকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হবে। পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

রাজ্য প্রশাসন

● রাজ্য প্রশাসনকে দায়বদ্ধ ও সংবেদনশীল করতে হবে। প্রশাসনের ভিতরে অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হবে। সরকারের পরিষেবা ব্যবস্থার গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। বর্তমান রাজ্য সরকারের সৃষ্ট গুরুতর অর্থনৈতিক নৈরাজ্য থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করা হবে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমস্ত নিয়োগ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে করা হবে। সরকারি কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার সুরক্ষিত হবে। সমস্ত কলেজ ও স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রেও নিয়োগ নির্দিষ্ট কমিশনের মাধ্যমে হবে। কোন স্থায়ী পদ শূন্য রাখা হবে না। প্রকল্প কর্মীদের কাজের ধারা নিশ্চিত করা হবে। অস্থায়ী কর্মীদের ক্রমান্বয়ে স্থায়ী করা হবে। শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ী করার চেষ্টা হবে। বকেয়া মহার্ঘভাতা সম্পর্কে সুষ্ঠু সমাধানের প্রয়াস গ্রহণ করা হবে। প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি নির্মূল করা হবে। সরকারে কর্মরত প্রমাণিত অপরাধীদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতে হবে। সমস্তরকম আত্মম্ভরিতা ও মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার বন্ধ করা হবে।

পরিকল্পনা

● পরিকল্পনা পর্ষদকে আরও কার্যকর করা হবে। এতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের যুক্ত করতে হবে। বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব বজায় থাকবে। দপ্তরগুলির মধ্যে, উন্নত ও অনুন্নত এলাকাগুলির মধ্যে বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হবে। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলি, যেমন উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল, সুন্দরবন এলাকায় অগ্রগতির জন্য উদ্যোগ বৃদ্ধি করা হবে। জেলা পরিকল্পনা কমিটি ও কলকাতা এবং মেট্রোপলিটন পরিকল্পনা কমিটিগুলিকে স্বাধীনভাবে কাজ করা সুনিশ্চিত করা হবে। দার্জিলিঙ-এ পাহাড়ি এলাকায় সর্বোচ্চ স্বশাসনের পাশাপাশি স্বশাসিত সংস্থাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে।

চিট ফান্ড

● এ রাজ্যে বেআইনি চিট ফান্ডগুলির দাপট, আইন ও প্রশাসনের সমস্ত শক্তি দিয়ে রুখতে হবে। বেআইনি অর্থ লুণ্ঠনকারী চিট ফান্ডের কর্মকর্তা ও তাদের সহযোগীদের দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। জনগণের গচ্ছিত টাকা তাদের হাতে ফেরত দেওয়ার সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ করা হবে।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক

● কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি থাকবে। রাজ্যগুলির সাংবিধানিক অধিকার হরণের প্রতিবাদে রাজ্য সরকার সরব থাকবে। রাজ্যের ন্যায্য দাবিগুলির জন্য রাজ্যবাসীকে যুক্ত করে সংগ্রাম করবে। কেন্দ্রের সংগৃহীত মোট রাজস্বের ৫০ ভাগ রাজ্যকে দিতে হবে। জিএসটি বাবদ রাজ্যের প্রাপ্যের ক্ষেত্রে কোন টালবাহানা চলবে না। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ঋণ আমানতের অনুপাত বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলন করবে। রাজ্যে অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বন্ধ বা বেসরকারীকরণ করতে দেওয়া হবে না। গঙ্গা ও পদ্মার ভাঙন রোধে, সুন্দরবনের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার ভাঙন রোধে ও পরিবেশ রক্ষায়, কলকাতা-হলদিয়া বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য, দার্জিলিঙ-এর পার্বত্য এলাকায় পুঁজি বিনিয়োগে কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় ভরতুকির জন্য রাজ্য সরকার তার উদ্যোগ বজায় রাখবে।

● এরাজ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি চালু করা হবে না। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও ১৯৭১ সাল পরবর্তীতে আসা নাগরিকদের পুনর্বাসনের বিষয়টিতে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। রাজ্যে উদ্বাস্তু সমস্যা নিরসনে কেন্দ্রের কাছে সাহায্যের দাবি পুনরায় জানানো হবে। বস্তি উন্নয়ন ও গরিব-প্রান্তিক মানুষদের উন্নয়নের জন্যও কেন্দ্রের বাড়তি সাহায্যের দাবি জানানো হবে।

আমাদের আবেদন

● পশ্চিমবঙ্গকে নৈরাজ্য ও অপশাসন থেকে মুক্ত করতে এবং রাজ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে হবে। জনগণের চরমতম শত্রু, সাম্প্রদায়িক ও বিভেদকামী বিজেপি'কে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত ও পরাস্ত করতে হবে।। ফ্যাসিস্টধর্মী আরএসএস অর্থাৎ বিজেপি'র চালিকা শক্তি সমগ্র দেশে হিংস্রতা ও অসহিষ্ণুতা ছড়াচ্ছে। রাজ্যের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে চরমভাবে ধ্বংস করে চলেছে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলার ঐতিহ্য রক্ষার প্রয়োজনে তৃণমূল ও বিজেপি'কে পরাস্ত করতেই হবে। একই সঙ্গে তৃণমূল ও বিজেপি'কে পরাস্ত করতে না পারলে রাজ্যের মানুষের স্বার্থ রক্ষিত হবে না।

● তৃণমূল ও বিজেপি'র মধ্যে বহুদিনের বোঝাপড়ার রাজনীতি। তাই সিবিআই, ইডি'র প্রকৃত তদন্ত হয় না। রাজ্যসভায় জনবিরোধী বিল পাশ করতে ও তৃণমূলের প্রচ্ছন্ন মদতে বিজেপি সরকারের সমস্যা হয় না। বারে বারে সাম্প্রদায়িক ও জনবিরোধী বিজেপি'র সাথে

তৃণমূল হাত মিলিয়েছে। যে কোন সময়ে আবার মেলাতে পারে। ঘটনাবলী প্রমাণ করছে যে তৃণমূল কংগ্রেস তার প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে আশ্রয় করে।

● পশ্চিমবাংলায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জনগণের অস্তিত্ব ও রুটি-রুজির সংগ্রামকে জোরদার করতে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি'কে পরাস্ত করা। এই লক্ষ্যে আমরা সমস্ত গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে সমবেত করেই অগ্রসর হতে চাই। তাই, বামফ্রন্ট ও সহযোগী দল, জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ ফ্রন্টের সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমে ঐক্য গড়ে তুলে এই মুহূর্তে রাজ্যে জনগণের স্বার্থবাহী বিকল্প আমরা উপস্থিত করেছি। জনগণের ব্যাপক ঐক্য ও সক্রিয় ভূমিকাতেই তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি'কে পরাস্ত করে বিকল্প সরকার গড়ে উঠবে।

বাম, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বিকল্প

১. গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সমস্ত বিরোধীদের মত প্রকাশের অধিকার সুরক্ষিত করা হবে। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি কঠোরভাবে অনুসৃত হবে। প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা নয়। শান্তি, সম্প্রীতি ও স্থায়িত্ব চাই।

২. এক বছরের মধ্যে সরকারি-আধা সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ। সমস্ত নিয়োগ হবে নিয়মানুযায়ী, মেধার ভিত্তিতে।

৩. বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করার ওপর জোর দেওয়া হবে। স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প পুনরায় শক্তিশালী করা হবে।

৪. কর্মসংস্থানের মূল তিনটি ক্ষেত্র—কৃষি, শিল্প ও পরিষেবায় কাজের সুযোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি।

৫. অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পুনরুজ্জীবন। সহজ ঋণের ব্যবস্থা করা।

৬. চাষের খরচ কমিয়ে, কৃষকের কাছে উৎপাদিত ফসলের দাম বাড়ানো। চাষকে লাভজনক করতে সরকারের তরফে মিনিকিট, সার ও সেচের জলের প্রসার। কৃষিপণ্যের কেনাবেচার জন্য সমবায় সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবন। কৃষকের জন্য কেবল এককালীন ঋণ মকুব নয়, ফসলের দেড়গুণ দামের নিশ্চয়তা, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকের কাছ থেকে সরকারের প্রয়োজন মতো ফসল ক্রয় করা হবে।

৭. রাজ্যের এপিএমসি অ্যাক্ট বাতিল। কারণ সেগুলিও কৃষককে কেন্দ্রের কৃষি আইনের মতো একইরকম বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কেন্দ্রের তিনটি কৃষি আইন রাজ্যে কার্যকর হবে না।

৮. ভূমিসংস্কারে জমি পাওয়া গরীব কৃষক যাঁরা উচ্ছেদ হয়েছেন, তাঁদের পুনর্প্রতিষ্ঠা।

৯. রেগা—একশো দিন না। ১৫০ দিন। একে শহরাঞ্চলেও প্রসারিত করা হবে।

১০. ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামীণ জনগণ বিশেষত গরিবদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

১১. শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দিনে ৪০০ নয়। ৭০০ টাকা। মাসে ২১,০০০ টাকা। প্রবাসী বা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য আলাদা দপ্তর। বিশেষ সুরক্ষা প্রকল্প। বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের মাসে ২,৫০০ টাকা ভাতা ও সস্তায় রেশন–বন্ধ চটকল, চাবাগান ও অন্যান্য বন্ধ শিল্পের শ্রমিকদের জন্যও এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সমস্ত ধরনের অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত ও সম্প্রসারিত করা হবে। সরকারি প্রকল্পে কর্মরত অস্থায়ী শ্রমিকদের নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা হবে।

১২. খাদ্য সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব ও সর্বজনীন রেশন – গরিবদের জন্য ২ টাকা কেজি চাল বা আটা প্রতি মাসে ৩৫ কেজি করে প্রতি পরিবারে সরবরাহ – নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজার থেকে কম দামে সরবরাহ – সকলের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।

১৩. ছোট ও মাঝারি শিল্পের ওপর গুরুত্ব – বৃহৎ শিল্প গড়ার উদ্যোগ – তথ্য, জৈবপ্রযুক্তি এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের সম্ভাবনাগুলির সদ্ব্যবহার-কৃষিভিত্তিক শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পসহ ইস্পাত, অটোমোবাইল, পেট্রোকেম, বিদ্যুৎ, সিমেন্ট, চামড়া, বস্ত্রশিল্প স্থাপনের উদ্যোগ।

১৪. সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সবই বিনামূল্যে। জনস্বাস্থ্যে সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের। মহামারী ও রোগ প্রতিরোধে অগ্রাধিকার। ওযুধের দাম যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করা।

১৫. বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি – গরিব অংশের মানুষের জন্য বিদ্যুতের দামে ভরতুকি। ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলে সরকারি ভরতুকি।

১৬. শিক্ষাক্ষত্রে বাজেটের অন্তত ২০ শতাংশ বরাদ্দ – নিরক্ষরতা নির্মূল করা – শিক্ষায়তনে গণতন্ত্র – শিক্ষায় বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ বন্ধ করা – ভর্তির পদ্ধতি স্বচ্ছ করা – শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ – স্বচ্ছতা বজায় রেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শূন্যপদ পূরণ (প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি, এসএলটিএমটি, ওয়ার্ক এডুকেশন, ফিজিক্যাল এডুকেশন সহ) –মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরো সুসংহত, উন্নত ও প্রসারিত করা– বৃত্তিমূলক, কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষার ওপর জোর, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গবেষণার উপর গুরুত্ব–সমস্ত অস্থায়ী শিক্ষকদের প্রতি সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি–ছাত্র সংসদগুলির নিয়মিতভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন।

১৭. সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে সর্বতো উদ্যোগ গৃহীত হবে। সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনাকে উৎসাহিত করা হবে।

১৮. ক্রীড়ার প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া। ক্রীড়ার সাথে সাথে স্বাস্থ্যচর্চার বিষয়টি গুরুত্ব পাবে।

১৯. সমকাজে সমমজুরি। নারী নির্যাতন, গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধে শহরে ওয়ার্ড বা বরোতে এবং গ্রামবাংলায় ব্লক স্তরে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের (LGBTQIA+) জন্য প্রয়োজনীয় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে।

২০. শারীরিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের স্বার্থে আরপিডি অ্যাক্ট-১৬ ও মানসিক স্বাস্থ্য

সুরক্ষা আইন-১৭ কার্যকর করা হবে। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের শিক্ষার আওতায় আনা হবে, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সকলকে এক বছরের মধ্যে শংসাপত্র দেওয়া হবে। মাসিক ভাতা এক হাজার টাকার পরিবর্তে মাসে দু'হাজার টাকা দেওয়া হবে।

২১. সম্পদের বণ্টনের জন্য যে স্টেট ফিনান্স কমিশন ছিল, তার পুনরুজ্জীবন। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নিজস্ব ব্যাঙ্ক। সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ। রাজ্য সরকার পরিচালিত রুগণ্ সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ।

২২. সমবায়ের প্রসার। সমবায়ের পণ্য বিক্রিতে অন-লাইন বিপণন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহিত করা হবে।

২৩. পরিকল্পনা পর্ষদকে আরো কার্যকর করা–বাংলা ভাষাকে প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে উৎসাহিত করার পাশাপাশি হিন্দি, নেপালি, উর্দু, সাঁওতালি ভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা, রাজবংশী-কুরুক-কুর্মিসহ পশ্চাদপদ অংশের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে। উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহল ও রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষ করে গুরুত্ব পাবে। রাজ্যের বস্তিগুলির উন্নয়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে।

২৪. বেআইনি চিটফান্ডগুলির দাপট রোখা– চিটফান্ডের কর্মকর্তা ও তাদের সহযোগীদের দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করা– জনগণের গচ্ছিত টাকা ফেরত দেওয়া।

২৫. কেন্দ্রের সরকারের জনবিরোধী নীতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি থাকবে– রাজ্যগুলির সাংবিধানিক অধিকার হরণের প্রতিবাদে রাজ্য সরকার সতর্ক থাকবে– সিএএ, এনআরসি ও এনপিআর'এত মতো বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব ধারণা রাজ্যে কার্যকর করা হবে না – কেন্দ্রের সংগৃহীত মোট রাজস্বের ৫০ শতাংশ রাজ্যকে দিতে হবে, জিএসটি বাবদ রাজ্যের প্রাপ্য অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে মিটিয়ে দিতে হবে। – নদীভাঙন, বন্দরের নাব্যতা রক্ষায়, দার্জিলিঙের পার্বত্য এলাকায় পুঁজি বিনিয়োগে কেন্দ্রের ভরতুকির জন্য প্রয়াস– উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে কেন্দ্রের কাছে সাহায্যের দাবি।